| কি কেন কিভাবে |

যখন অ্যাকাউন্ট খুলবেন

আয়ের কিছু অংশ জমিয়ে রাখার চেষ্টা আমাদের সবার। সে জন্য আমরা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলি। ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে যে সব বিষয়াদি লক্ষ্য রাখতে হবে সেগুলো নিয়ে

লিখেছেন **রাশেদ রায়হান**

টাকা খরচ হয়। এমন জিনিস যা ফেলে রাখা যায় না। পকেটে থাকলে খরচ হবে। অনেকে একদিনে একগাদা খরচ করেন। অনেকে প্রতিদিনে অল্প করে করেন। বর্তমানের কনজ্যুমার চালিত অর্থনীতিতে গ্রহণ প্রাধান্য পায়। ভোগ করাটাই মুখ্য। তারপরও জীবনের প্রয়োজনে কিংবা আগামীর অনিশ্চয়তার কথা ভেবে মানুষ টাকা জমায়, প্রয়োজনের সময়ে ধার কর্জ করে নিজের সম্পদ ব্যবহারে ধারণা থেকে এই তাড়নার জন্ম। প্রাচীনকালে মানুষ অর্থ কিংবা সম্পদ সংরক্ষণ করতো মাটির নিচে, গাছে বাকলের মধ্যে। সম্পদের পরিমাণ নিকটবর্তী মানুষ ছাড়া অন্যরা জানতো না। আধুনিকতার ছোঁয়ায় বদলে গেছে মানুষের লুকানোর জায়গা। এখন ব্যাংকে টাকা ও মূল্যবান জিনিস জমা থাকে। এই জমা রাখার অভ্যাস মানুষের জন্য ভালো, ভালো দেশের জন্যও। মানুষের জমাকৃত অর্থ ব্যাংক বিনিয়োগ করে ব্যবসায়। এই ব্যবসা থেকে তারা যে লভ্যাংশ পায় তা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে জমাকৃত অর্থে বিলিয়ে দেয়।

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু নিয়মকানুন পরিবর্তন করেছে। তাই কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলাও এখন কিছুটা ঝামেলার হয়ে উঠেছে। বিশ্বের যে কোনো দেশে সাধারণ হিসেবে দুটো অ্যাকাউন্ট আছে। একটি সেভিংস বা সঞ্চয়ী অন্যটি কারেন্ট বা চলতি হিসাব। দুই অ্যাকাউন্ট ব্যবহার হয় ভিন্নভাবে। আপনি যদি অর্থ জমা রেখে তার থেকে লভ্যাংশ বা সুদ পেতে চান তাহলে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলা উচিত হবে। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য যদি হয় শুধু টাকা জমা রাখা তাহলে শুধু চলতি হিসাব বা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুললেই যথেষ্ট।

অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য এখন বেশ কিছু কাগজপত্রের প্রয়োজন। গত দশ বছর আগেও খুব বেশি কিছু লাগতো না। এখন যে কোনো ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে সরকারি পরিচয়পত্র লাগে। প্রাইম ব্যাংকের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এখন অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে সঙ্গে পাসপোর্টের ফটোকপি দরকার। এক কপি হলেই চলবে। সত্যায়িত করার দরকার নেই। তবে মূল পাসপোর্টটি সঙ্গে আনা প্রয়োজন। যাদের পাসপোর্ট নেই তারা ড্রাইভিং লাইসেন্স বা ভোটার পরিচয়পত্র দিয়েও কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন'। কিশোর বয়সে অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা সহজ না। তাই এসময় অভিভাবকদের সঙ্গে সবাই যৌথ অ্যাকাউন্ট খোলে। যে কোনো ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার আবেদনপত্র বা ফরম চাইলেই নেয়া যায়। ফরমে ব্যক্তিগত তথ্যাদি ছাড়া আর একটি জিনিস যুক্ত হয়েছে। ফরমে থাকতে হবে সুবিধাভোগকারীর নাম ছাড়াও তার ঠিকানা, আপনার সঙ্গে সম্পর্ক। এক কপি ছবি ও সুবিধাভোগকারীর স্বাক্ষর চায় ব্যাংকগুলো। আপনার বা সুবিধাভোগকারীর ছবিগুলো সত্যায়িত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কালো টাকা নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন একটি ফরম পূরণ বাধ্যতামূলক করেছে। এই অতিরিক্ত ফরমে আছে জটিল কিছু প্রশ্ন। ঘাবড়াবেন না। জটিল হলেও উত্তর আক্ষরিক হতে হবে না। মাসে কতবার টাকা তুলবেন কতবার জমা দেবেন, প্রতিবারের গড় অঙ্ক কতটুকু হবে এমনতর প্রশ্ন আনুমানিক হিসেব দিন। বেশি হলে সমস্যা নেই। কম হলে বিপদ হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংকভেদে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেয়া হতে পারে। বিদেশী ব্যাংকের কোনো কোনোটি অধিকহারে টাকা তোলা বা বেশি অঙ্কের জন্য অ্যাকাউন্ট চার্জ করে থাকে।

দেশী ব্যাংকের কোনো কোনোটি এখনও এই পন্থা অবলম্বন করছে না। তবে অ্যাকাউন্ট খোলার সময় ইন্টারনেট ব্যাংকিং এটিএম কার্ডের সুবিধা নেবেন কিনা ভেবে দেখুন। প্রতিটি ব্যাংকই এজন্য কম-বেশি সার্ভিস চার্জ নেয়। যদিও কখনো কখনো ৬ মাস বা ১ বছরের জন্য বিনামূল্যে সুবিধা দেয়। ইস্টার্ন ব্যাংকের এক কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা এখন আমাদের সেভিংস অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যাংকিং সুবিধা দিচ্ছি। এটা ব্যবহার করলে খুব সহজে পানি, ফোন, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সম্ভব। তাছাড়া প্রতিদিন নিজের অ্যাকাউন্ট ব্যালান্স দেখা যায়। সেক্ষেত্রে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না সঞ্চয়ীদের।' এটিএম কার্ড ব্যবহারেও লাইন কমাতে সাহায্য করে। তবে আপনি ঘন ঘন টাকা না তুললে এটিএম কার্ড না নিলেও চলবে।

অ্যাকাউন্ট খুলবেন কিভাবে বুঝলেন। কিন্তু কোন অ্যাকাউন্ট খুলবেন? হিসেব সহজ, যদি সুদ বা লভ্যাংশ চান তাহলে সঞ্চয়ী কিংবা সেভিংস বা মুদারাবা। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সব সময় অ্যাকাউন্টে রাখতে হবে। সরকারি ব্যাংকে পরিমাণটি কম টাকা হলেও চলে। বেসরকারি ব্যাংকে এর পরিমাণ ২০ হাজার থেকে ১ লাখের ওপরে। এর নিচে গেলে আপনি সুদ থেকে বঞ্চিত হবেন। অতিরিক্ত ব্যয় করলে এক্ষেত্রে ব্যাংক চার্জ করতে পারে। আর যদি সুদ বা লভ্যাংশ আয়ের কোনো ইচ্ছে না থাকে তাহলে চলতি বা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুললেই চলে। সেক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট কোনো ন্যূনতম পরিমাণ টাকা রাখার প্রয়োজন নেই। টাকা কেটেও নেয়ার ব্যাপার নেই। ব্যাংকিং সময় টাকা তুলতে পারবেন। মানুষ ভেদে কিংবা আরও বিস্তারিত বললে প্রয়োজনের সঙ্গে মিল রেখে আমরা সবাই অ্যাকাউন্ট খুলি। আশা করি আপনিও এখন তা করবেন।